সংবাদ

তারিখ ০৯ NOV 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষক না হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে না

শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে সাফল্যের একমাত্র সূচক হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। ইউনেস্কোর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশন সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে ৪২ শতাংশ শিক্ষকই অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শতাংশের হিসাবে বলা যায়, প্রায় অর্ধেকসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকই কোন ধরনের প্রশিক্ষণ না নিয়েই শিশুদের পাঠদান করে যাচ্ছেন।

শিক্ষার সাফল্য শুধুই যে কেবল পরিমাণগত সম্প্রসারণ নয়, গুণগত মানের বিকাশেই প্রধানত শিক্ষার সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর শিক্ষার গুণগত মান অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার ওপর। আর শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মান নিশ্চিত করে শিক্ষার প্রতিটি ধাপে পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ।

সহযোগী দৈনিক গত শনিবার এ সম্পর্কিত যে খবরটি প্রকাশ করেছে তাতে প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশের সাফল্য শতভাগ এ দাবি করা চলে না। অথচ আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার সাফল্যকে সব সময়েই পরিমাণগত বিস্তৃতির আলোকেই বিচার করে আসছে।

শুধু অপ্রশিক্ষিত শিক্ষক দিয়েই চলছে না, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি বা দেরিতে উপস্থিতি, একাধিক শিফটে পাঠদান এবং বাংলাদেশে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সময়ের বার্ষিক হার অনেক কম। যার কারণে শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিবেশী দেশ নেপালে প্রাথমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ৮২ শতাংশ। এমনকি মালদ্বীপেও ৭৮ শতাংশের বেশি। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ এবং যথার্থ পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন না করার জন্যই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। অনেকটাই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতিযোগিতা, ভোটের রাজনীতির বিবেচনায় প্রধানত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় পরিকল্পনায় গুরুত্ব পায়নি। ইমরাত নির্মাণ, প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করাকেই সাফল্যের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেখানে কী পড়ানো হয়, কিভাবে পড়ানো হয়, কারা পড়াচ্ছেন, সঠিক পড়াচ্ছেন কিনা সেই বিবেচনার অনুপস্থিতি থেকেই যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতও বেড়ে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা গোটা শিক্ষা জীবনের ভিত্তি। প্রশ্ন হচ্ছে সেই ভিত্তি নড়বড়ে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি মজবুত হবে কি?

এটি স্বীকার্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করছে। কিন্তু এখানে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। যেটুকু এগোনো গেছে তার কোন দক্ষ মনিটরিং নেই। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান যেমন বাড়াতে হবে, একই সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা সঠিকভাবে পাঠদান করছেন কিনা, তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন কিনা, এলেও দেরিতে আসেন কিনা এসব সঠিকভাবে মনিটরিং হয় না। আর এসব দেখার দায়িত্ব জেলা ও উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তাদের। এখানেই রয়েছে ফাঁকি। এখানেই নিয়মিত মনিটরিং নেই। প্রাথমিক শিক্ষাটাই চলছে ঢিলেঢালা ভাবে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষার মান, তাদের আচরিত জীবনবোধ, সামাজিক অবস্থান গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নেই। এখানে আধুনিক মানের সংস্কৃতির প্রসারও ঘটাতে হবে।

যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে না, যারা প্রশিক্ষণ নিয়েও তার প্রয়োগ করবে না, যারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রিয় হতে পারবে না, সেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানে আমরা চাই কঠোর মনিটরিং।